West Bengal Form No. 27

FIRST INFORMATION REPORT

(Under Section ~~154 Cr. P.C.~~ 173 BNSS, 2023)

Bhaktinagar Police Station
Siliguri Police Commissionerate

6340

1. (a) Dist. Jalpaiguri P.S. Bhaktinagar Year 2026 FIR No. 439/26 Date 27.05.2026
2. i) Act BNS, 2023 Sections 88/303(2) r/w Sec 3/4 of Dowry Prohibition Act, 1961 ii) Act ... Sections ...
iii) Act — Sections — iv) Others Acts & Sections —
3. (a) Occurrence of offence : Day Monday Date From 25.07.2010 & since Marriage Date To ...
Time Period ... Time From not mentioned Time To ...
(b) Information received at P.S. Date 27.05.2026 Time 12:35 hrs
(c) General Diary Reference : Entry No (s) ~~12~~ 2396 Time 12:35 hrs
4. Type of Information Written Written / Oral
5. Place of Occurrance : (a) Direction and Distance from P.S. South East Beat No. ...
(b) Address Surya Sikha Sarani by lane, near Amul Distributor, PS Bhaktinagar Dist Jalpaiguri.
(c) In case outside limit of this Police Station. then the
Name of the P.S. — District —
6. Complainant / Informant :
(a) Name Smt. Rupali Saha Roy
(b) Father's / Husband's Name Lt. Birendra Nath Roy
(c) Date / Year of Birth — (d) Nationality Indian
(e) Passport No. — Date of Issue : — Place of Issue —
(f) Occupation —
(g) Address Surya Sikha Sarani by lane, near Amul Distributor, PS Bhaktinagar, Dist Jalpaiguri
7. Details of known / suspected / unknown accused with full particulars
(Attach separate sheet, if necessary) :
Subrata Saha, s/o Lt. Bikash Saha of Astampara, Siliguri.
8. Reasons for delay in reporting by the Complainant / Information
—
9. Particulars of properties stolen / involved (Attach separate sheet, if necessary) :
One mobile and a gold chain of 18 grams.
10. Total value of properties stolen / involved —
11. Inquest Report / U.D. Case No. If any —
12. FIR Contents (Attach separate sheets, if required) : The original written complaint which is treated as FIR is attached/reproduced herewith/overleaf.
13. Action Taken : Since the above report reveals commission of offence(s) as mentioned at item No. 2., Registered the case and took up investigation / directed ASI Arjun Prasad Dhyani to take investigation / refused investigation / transferred to P.S. ... on poi jurisdiction. FIR read over to the Complaint / Informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the Complain informant free of cost.

Inspector In Charge
Bhaktinagar Police Station
Siliguri Police Commissionerate
27.05.26

Signature of the Officer In Charge, Police S
Name : Shri Naheswar Mays
Rank : No. I/C BKN PS/SPC

14. Signature / Thumb impression of the Complainant / Informant
Sd/- in the complaint

DR No. 3973 Date 28/5/26.
Bhaktinagar Police Station
SPC

15. Date & Time of despatch to the court :
On 27.05.2026, at 12:35 hrs.

Received on 27.05.2026 at 12:35 hrs vide Bhaktinagar PS GDE No. 2396, & started BNS GR Case No. 439/26, dtd. 27.05.2026, U/S 81/303(2) BNS, 2023 alongwith Sec. 3/4 of Dowry Prohibition Act, 1961 and endorsed to Asi Arjun Prasad Chopra for its investigation.

27.05.26
Inspector-In-Charge
Bhaktinagar Police Station
Siliguri Police Commissionerate

To
The officer in-charge
Bhaktinagar Police Station
(Ashigarh OP)

Received No. 425/26 Date 27/05/26
Bhaktinagar Police Station
Siliguri Police Commissionerate

বিষয়: শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন, যৌতুক গ্রহণ, প্রতারণা, সম্পত্তি আত্মসাৎ, চুরি, প্রাণনাশের হুমকি এবং নিরাপত্তা প্রার্থনা প্রসঙ্গে অভিযোগ।

মহাশয়,

আমি শ্রীমতি রূপালী সাহা রায়ে, পিতা প্রয়াত বীরেন্দ্র নাথ রায়, স্বামী সুব্রত সাহা, এই মর্মে আপনাকে জানাই যে আমি দীর্ঘদিন যাবৎ আমার স্বামী, শাশুড়ি এবং তাদের আত্মীয়দের দ্বারা শারীরিক, মানসিক ও আর্থিক নির্যাতনের শিকার হয়ে আসছি। আমার ও আমার কন্যার নিরাপত্তা বর্তমানে মারাত্মকভাবে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। তাই আইনগত সহায়তা ও সুরক্ষার জন্য এই অভিযোগ-পত্র প্রদান করছি।

আমার বর্তমান ঠিকানা:
৫০-বি বীরেন রায়,
সূর্যমিত্রা সরণি বাইলেন, নেয়ার
Amul Distributor
হায়দার পাড়া, শিলিগুড়ি (Municipal Corporation)
P.O - হায়দার পাড়া, Dist - দার্জিলিং
West Bengal - 734006
Phone - 9679447879

বিবাহ জুলাই ২০১০ সালে আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ির নিবাসী সুব্রত সাহা (পিতা প্রয়াত বিকাশ সাহা, মাতা:- মোহনা সাহা) এর সঙ্গে আমার বিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহের সময় আমার বাবার কাছ থেকে রঙ টেরি সোনা, খাট, ড্রেসিং-টেবিল, আলমারি সহ বহু আসবাবপত্র এবং নগদ প্রায় 1,80,000/- টাকা যৌতুক হিসাবে

(Page - 1 of 4)

নেওয়া হয়। বিবাহের পর আমি সুব্রত-সাহার পিতামহ শহীন্দ্র লাল সাহার বাড়িতে বৈবাহিক-জীবন শুরু করি। পরে জানতাম যে সেই ভিটে বিক্রি হয়ে যাবে এবং আমাদের সেখান থেকে চলে যেতে হবে। তখন সুব্রত সাহা ও তার মা আরতি সাহা আমার পিতা বীরেন্দ্র নাথ রায়কে জানান যে তাদের নতুন বাড়ি কেনার সামর্থ্য নেই।

এরপর আমার বাবা হাওলাদার পাড়ায় জমি কেনার জন্য প্রায় ৯,০০,০০০ টাকা নগদ সুব্রত সাহাদের হাতে দেন এবং জমিটি আমার নামে রেজিস্ট্রি করার কথা বলেন। কিন্তু আমি ২০১৩ সালের ডিসেম্বর মাসে গোরহাটি আসামে আত্মীয়ের বিবাহ উপলক্ষে গেছিলাম, আমার অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে ১৯ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে সুব্রত-সাহা জমিটি নিজের নামে রেজিস্ট্রি করে নেয়। আমাকে বা আমার বাবাকে এ বিষয়ে কিছু জানানো হয়নি।

১৫ জানুয়ারি ২০১৪ তারিখে আমার বাবা মৃত্যুবরণ করেন। পরবর্তীকালে আমি বিষয়টি জানতে পেরে প্রতিবাদ করলেও, সংসার টিকিয়ে রাখার স্বার্থে এবং আমার ছোট সন্তানের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে সবকিছু সহ্য করতে বাধ্য হই।

পরবর্তীতে আমার মা এলআইসি ম্যাচিউরিটি ও Fixed deposit ভেঙে আমাকে অর্থ প্রদান করেন এবং সেই অর্থ দিয়ে ২০১৫ সালে বাড়ি নির্মাণ শুরু হয়। ৮ আগস্ট ২০১৬ সালে দোতলা সম্পূর্ণ ও তিনতলার ঢালাই দিয়ে বাড়ির নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হয়, যার সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমার মা বহন করেন।

এরপর থেকেই আমার স্বামী সুব্রত সাহা নিয়মিত মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি ফিরে এসে আমাকে মারধর, গালিগালাজ ও মানসিক নির্যাতন করতে শুরু করে। তার মা আরতি সাহা এসব কাজে তাকে সহযোগিতা করত। তারা প্রায়ই আমাকে আমার মায়ের কাছ থেকে টাকা এনে দিতে চাপ সৃষ্টি করত এবং লাথি, থাপ্পড় ও শারীরিক নির্যাতনের মাধ্যমে অত্যাচার চালাত।

আমার স্বামী আমার বহু সোনার গয়না চুরি করে এবং বিভিন্ন ঋণ শোধ করার জন্য আমার অবশিষ্ট গয়নাও বিক্রি করে দেয়। এমনকি নিষিদ্ধ পল্লীতে যাতায়াতের কারণে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে আমাকে জোরপূর্বক সুদখোর ব্যক্তির কাছেও নিয়ে যায় এবং সেই ঋণও আমার মেথে শোধ করানো হয়।

২৭ অক্টোবর ২০২০ সালে আমাকে মারধর করে মাথায় গুরুতর আঘাত করা হয়, যার জন্য আমাকে শিলিগুড়ি নগর হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে হয়।

পরবর্তীকালে ১২ ডিসেম্বর ২০২১ সালে সুব্রত সাহা বাড়ি ছেড়ে গোরাহাটি পালিয়ে যায়। পরে আবার যোগাযোগ করে আমার কন্যাকে ভালো স্কুলে পড়ানোর ও টেবিল টেনিস শেখানোর প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাকে গোরাহাটিতে নিয়ে যায়।

আমার মোবাইল নির্যাতনের বহু ভিডিও প্রমাণ হিসেবে সংরক্ষিত ছিল। কিন্তু ১২ ডিসেম্বর ২০২২ সালে সুব্রত সাহা আমার মোবাইল ফোন ও প্রায় ১৮ গ্রাম সোনার গলার হার চুরি করে নেয়। পরে আমি শিলিগুড়িতে ফিরে আসি।

এরপর আমার শাশুড়ি আরতি সাহা তার আত্মীয় বাবিনা চক্রবর্তী ও শম্পা সাহার ~~সাহায্য~~ মাধ্যমে আমাকে ভয়ভীতি ও হুমকি দিতে থাকে।

১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৩ সালে আমি আবার গোরাহাটি গেছিলাম। সুব্রত সাহা ও আরতি সাহা টাকা ও সোনার গয়নার জন্য আমাকে মারধর করে এবং চার দিন না খাইয়ে রাখে। পরে আমি প্রাণভয়ে শিলিগুড়িতে ফিরে আসি।

বিয়ের পর থেকে আজ পর্যন্ত আমার ভরণ পোষণ, চিকিৎসা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় খরচ মূলত আমার মা এবং বাড়ির একতলার ভাড়াটিয়াদের ভাড়ার টাকা মাধ্যমে চলেছে।

২০২৫ সালে আমি জানতে পারি যে আমার মেয়েকে সঠিকভাবে পড়াশোনা করানো হয়নি এবং আমাকে মিথ্যা তথ্য দেওয়া হয়েছে।

২৮ এপ্রিল ২০২৫ তারিখে আমি আমার মেয়ে ~~আকা~~ Akansha Sahaকে আমাদের পাঠশালাস্থিত Krishan Kanta Handiqui Primary High School এ class-VIII-এ ভর্তি করাই।

আমি পাঠশালায় থাকাকালীন আমার ভাড়াটিয়ারা আমাকে জানান যে আরতি সাহা তার আত্মীয় সুব্রত সাহা ও তার স্ত্রী মৌসুমী সাহার মাধ্যমে ভাড়াটিয়াদের বাড়ি ছাড়ার জন্য হুমকি দিচ্ছে।

~~২৪~~ ২৫মে ২০২৫ তারিখে রাত আনুমানিক ৯:৩৮ মিনিটে প্রশান্ত সাহা

(পিতা:- কৃষ্ণ সাহা, মাতা:- লক্ষ্মী সাহা, ঠিকানা: নজরুল সরনি মেইন রোড স্বামীজী ক্লাবের নিকট, আশ্রম পাড়া, শিলিগুড়ি, ফোন- 9832026571)

~~আমাকে গভীর~~ আমাকে ফোন করে ভয়ঙ্করভাবে হুমকি দেয়। সে আমাকে গভীর রাতে দেখা করতে বলে, ভাড়াটিয়াদের উঠিয়ে দিতে চাপ দেয় এবং আমাকে ও আমার পরিবারকে মারধরের হুমকি দেয়। সে অশ্লীল ও কুরুচিকর ভাষায় গালিগালাজ করে এবং বলে —

"তোকে দেখে নেব,"
"তোকে ছাড়বো না,"
"এটা পাঠশালা নয়, এটা শিলিগুড়ি",
"বাড়িটার ভাড়াটিয়াকে এক্ষুনি উঠিয়ে দে",
ইত্যাদি।

এই পুরো কথোপকথনের সম্পূর্ণ অডিও রেকর্ডিং আমার কাছে সংরক্ষিত আছে, প্রয়োজন সরকার অথবা প্রশাসনের নিকট আমি এই রেকর্ডিং সামনে রাখবো আমি বর্তমানে নিজের এবং আমার কন্যার নিরাপত্তা নিয়ে অত্যন্ত আতঙ্কিত এবং সমজপে আমার এবং আমার কন্যার ভরণপোষণের অনির্দিষ্টতা নিয়েও চিন্তিত অবস্থায় দিন কাটাচ্ছি।

অতএব, মহাশয়ের নিকট বিনীত প্রার্থনা এই যে —

1) উপরোক্ত বিষয়গুলি তদন্ত করে সুব্রত সাহা, আরতি সাহা, প্রশান্ত সাহা ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক।
2) আমার ও আমার কন্যার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হোক।
3) আমার সম্পত্তি, ভাড়াটিয়া ও বাসস্থানে অবৈধ হস্তক্ষেপ বন্ধ করার ব্যবস্থা নেওয়া হোক।
4) আমার চুরি যাওয়া গয়না, মোবাইল ও আর্থিক প্রতারণার বিষয়েও তদন্ত করা হোক।
5) ভবিষ্যতে যেন কোনো প্রকার শারীরিক ক্ষতি বা প্রাণনালের ঘটনা না ঘটে, সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় পুলিশি সুরক্ষা প্রদান করা হোক।

ধন্যবাদান্তে,
বিনীত নিবেদন,
শ্রীমতি রূপালী সাহা রায় (9679447879)
তারিখ —